দৈনিক ইনকিলাব

OC6

তারিখ 18 JAN 1987

পৃষ্ঠা 4 কলাম 4

শিক্ষা ও বিজ্ঞান

ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ এবং প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মোহাম্মদ বেলাল

ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ— জীবন তৈরীর সময়। অবহেলায় এ সময় নষ্ট হলে সারাজীবন তার খিসারত দিতে হয়। ছাত্রদের কিছু অংশ না বুঝলেও মহাজন ব্যক্তিরা বোঝেন।

রাজনীতিবিদরা ছাত্রদের ডাকেন তাদের প্রয়োজনে। অনুন্নত দেশে সজাগ জনগোষ্ঠী বলতে ছাত্রদেরই বুঝায়। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, অনুন্নত দেশে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ রাজনীতি সচেতন নন। রাজনীতিবিদরা বলতে না পারুক সমাজ-সচেতন মানুক জানে যারা লিখতে পারেন না, পড়তে পারেন না, রাজনীতির মতো জটিল জিনিস নিয়ে তারা ভাবেন না। তারা রাজনীতিবিদদের হাতিয়ার হন মাত্র। বাকি শতকরা ২০ ভাগ-এর যারা চাকুরী বা ব্যবসা বাণিজ্যে কর্মরত আছেন, রাজনীতি তারা করেন অফিসে-আদালতে। কর্মক্ষেত্রে দেশের বৃহত্তর রাজনীতিতে তাদের অংশগ্রহণ খুবই কম— নগণ্য। এর পরে শুধু পেশাদার রাজনীতিবিদরাই বাকি থাকেন এবং তাদের হাত শক্ত করতে যুগে যুগে ব্যবহৃত হয় ছাত্রসমাজ। যে দলই সামনে যেতে চান, চান দেশের কর্তৃত্ব, তাদেরই হয়তো নিতে হয় মুকতখমনের মানুষদের, ছাত্রদের, ভবঘুরেদের। যুগে যুগে অনুন্নত দেশে রাজনীতিবিদরাই ছাত্রদেরই, যুবসম্প্রদায়ই ব্যবহার করেছেন হাতিয়ার হিসেবে। তীতুমীরের বাঁশের কেল্লাই বলুন, সিপাহী বিদ্রোহই বলুন, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতাই বলুন, ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামই বলুন, সচেতন যুবক সমাজই এগিয়ে এসেছেন নতুন দিক নির্দেশনা দিতে। রাজনীতিবিদরা তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছেন তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। যেখানে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ অধিকার সচেতন নয় সেখানে ছাত্রদের এগিয়ে আসতেই হয়েছে। টগবগে যৌবন নিয়ে কেউ বসে থাকতে পারে না।

ভবিষৎ বংশধরদের রাজনীতি থেকে দূরে রাখা হোক দেশের বৃহত্তর কল্যাণ, এ কথাটা বহু পুরোনো। গ্রামের অত্যাচারী জমিদার চান না তার কাজে কেউ প্রতিবাদ করুক। তাই তিনি চান দেশের মানুষ অন্ধকারেই থাক। যদি কোন শিক্ষিত যুবক মানুষকে তার অধিকার সচেতন করতে চান তাহলে বাধে জমিদারের সাথে বিরোধ। জমিদার চান সে যুবককে নানা প্রলোভন দেখিয়ে নিজের দলে টানতে। এই চেষ্টা থেকেই জন্ম নিয়েছে ছাত্রদের রাজনীতিতে ডেকে আনার। রাজনীতির পংক্তিতে একবার আনতে পারলে আর চিন্তা থাকে না। থাকে না আর বাধা— দল যদি একাধিক হয় শুরু হবেই দলাদলি। যুবকদের মধ্যেও তা ছড়িয়ে পড়বে বলে লাভ নেই। ছাত্রদের রাজনীতিতে আনবেন না। এ দুর্ভাগা দেশে ক্ষমতায় যেতে চাইলে ছাত্রদের, যুবকদের সাহায্য নিতেই হবে। পৃথিবীতে কোন অনুন্নত দেশে ছাত্র ছাড়া হরতালই বলুন, আন্দোলনই কি মিছিলই বলুন, হয়নি। যে দেশে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ অধিকার সচেতন নয়, দায়িত্ব সেখানে ছাত্রদের ও যুবকদের নিতেই হবে। দেশের মানুষকে অধিকার সচেতন করতে হলে সবার আগে যা প্রয়োজন, তা শিক্ষার, অক্ষর জ্ঞানের। অন্ততঃপক্ষে কিছু ভাষা জানা, অন্ততঃ যে ভাষার জন্য আমরা জীবন দিয়ে পৃথিবীর বুকে ইতিহাস সৃষ্টি করেছি, সে ভাষা শেখা এবং পড়তে জানতে হবে অর্ধেকেরও বেশী জনগোষ্ঠীকে। আমাদের সব ব্যাপারে পিছিয়ে পড়ে থাকার মূল কারণই শিক্ষার অভাব। তাই সেদিকেই জোর দিতে হবে। প্রসাশন এখন সবার দোরগোড়ায় গেছে। শিক্ষার অভাবে তা যেন গ্রামে-গঞ্জে আরও জটিলতার সৃষ্টি করেত না পারে সেদিকে খেয়াল দিতে হবে। আমাদের ৪৬০টি উপজেলার মাধ্যমে অক্ষর জ্ঞানের দুর্বার প্রচেষ্টা চালাতে হবে। উপজেলা চেয়ারম্যানদের জনশিক্ষা বৃদ্ধির টার্গেট দিতে হবে। যেখানে বর্তমানে শিক্ষিতের হার যা আছে তা এক বছরের মধ্যে কমপক্ষে দ্বিগুণ করতে হবে। উপজেলা চেয়ারম্যানের জন্য তা বাধ্যতামূলক করা হলেই এটা সহজে সম্ভব। উপজেলা ভিত্তিক বৈকালিক বা সান্ধ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তা করতে হবে। ৪৪০০টি ইউনিয়ন পরিষদকেও এই দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে উপজেলা চেয়ারম্যানের তত্ত্বাবধানে। প্রয়োজনবোধে প্রতি উপজেলায় ক্ষুদ্র আকারের শিক্ষামূলক পুস্তিকা, পত্রিকা প্রকাশের ব্যবস্থা থাকতে পারে। জনস্বাস্থ্য, জনসংখ্যা, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সমাজ সংস্কারক, নৈতিক মূল্যবোধ সব রকম সংবাদ জানানোর মাধ্যমে দেশের মানুষকে সমাজ সচেতন করতে পারলেই সম্ভব হবে এগিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে। সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তুলতে পারলে আর ছাত্রদের ক্লাস ফেলে মিছিলে বের হতে হবে না। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি সব ব্যাপারেই আমরা পিছিয়ে আছি। এর মূল কারণ, আমরা ঘরে ঘরে আলো জ্বালাতে পারছি না। শিক্ষাকে শুধু কেরানীগিরি পাওয়ার যোগ্যতা না করে শিক্ষাকে মানুষ গড়ার কাজে লাগাতে হবে।

আমাদের এই হতভাগ্য দেশে যারা শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পেয়েছেন তারা যেন তার শিক্ষাকে মানুষের উপর জুলুমের কাজে না লাগান। ৬৮ হাজার গ্রামের শিক্ষা ক্লাব তৈরী করতে হবে। গ্রামের সচ্ছল ব্যক্তিরাই সাধ্যমতো চাঁদা দিয়ে, কায়িক পরিশ্রম দিয়ে তা চালাবেন। সরকার শুধু দিক নির্দেশনা দেবেন। গ্রামবাসীরা নিজেরাই শিক্ষার এই ব্যবস্থা রাখতে পারে। সরকারী পর্যায়ে শুধুমাত্র উৎসাহ দেয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

ঘরে ঘরে শিক্ষার আলো পৌঁছাতে পারলে পর্যায়ক্রমে আমাদের বিশ্বাস, ৫ বছরে আমরা আমাদের শিক্ষার হার শতকরা ১০০ ভাগে নিয়ে যেতে পারব। এই ব্যবস্থা সম্ভব হলে এবং পরবর্তীতে আমাদের সব রকম উন্নয়ন পরিকল্পনা ত্বরিৎ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমাদের বিপুল জনসম্পদকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর বুকে মাথা উঁচু করে বলতে পারব আমরা মুসলমান, আমরা মানুষ, স্রষ্টার সেরা সৃষ্টি।

লিলিপুটের গল্পে আমরা পড়েছিলাম গালিভার কিভাবে এককভাবে বেফেস্কো ও লিলিপুটিয়ানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রধান ব্যক্তি হতে পেরে ছিল। দৈহিক যে পার্থক্য সেটা আসলে দেখানো হয়েছে রূপকভাবে। পার্থক্য আসলে বুদ্ধির। যুগে যুগে মানুষের জ্ঞানের যদি এমন পার্থক্য থেকেই যায় লিলিপুটরা গালিভারদের হাতের পুতুল হয়েই থাকবে। বৃটিশরা ব্যবসা করতে এসে আমাদের মাথায় কাঁঠাল ভাংতে পেরেছে। শুধুমাত্র আমাদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছিল না বলে, অন্য কোন কারণে নয়। এই উপমহাদেশে আজও গালিভাররা শাসন করছে আমরা অন্ধকারে আছি বলেই। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, ক্ষমতাসীনরা সে দেশী কিংবা বিদেশীই হোক, তারা চাইবেন বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অন্ধকারে থাকুক এবং শুধু আধা চক্ষুষ্মান মানুষের সহযোগিতায় তারা সজ্ঞানে শাসন চালাবেন।

সুখের কথা, ইদানীং শিক্ষাখাতে যথেষ্ট ব্যয় বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে আমরা কি দেখছি? আমরা শিক্ষিতের হার বাড়াতে পারছি না। কারণ অবশ্যই আছে। গাছের গোড়া বাদ দিলে আগায় পানি ঢাললে কি গাছে ফল ধরবে? প্রতি বছর প্রাইমারী পর্যায়ের শিক্ষার জন্য কোটি কোটি টাকা দেশী ও বেদিশী অর্থ ব্যয় হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজনানুগ ব্যবস্থাপনার অভাবে তা যেন সমাজে বাস্তব কোন প্রতিক্রিয়া রাখতে পারছে না। শিক্ষাখাতে যতই অর্থ বরাদ্দ বেশী করা হচ্ছে জনগণের শিক্ষার ব্যয় ততই বেড়ে যাচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, শিক্ষা যেন ক্রমেই সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। দিন দিন আমরা যতই বলি এগিয়ে আছি, আসলে আমরা পিছিয়েই পড়ছি। শিক্ষা ব্যবস্থার ডামাডোলের বাজারে জ্ঞান-বিজ্ঞানে আমাদের উন্নতি হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু অক্ষর জ্ঞানহীনের সংখ্যা বাড়ছেই। টোটাল জ্ঞান কমে যাচ্ছে। অল্প শিক্ষিতেরা মূর্খের বাজারে টাউট হয়েছে বলে শিক্ষিত লোকদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। ভেড়ার দলে বাছুরকে পরামানিক মানতেই হবে। চোখ কান খোলা মানুষকে সহজ ও স্বাভাবিক বুদ্ধিতে সহজে ঠকানো যায় না।

একমাত্র শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি করার পরই সম্ভব হবে জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়িত করা। এর আর কোন বিকল্প নেই। আমরা যদি বুঝতেই পারি জনসংখ্যা সমস্যা আমাদের জন্য আগামী দিনে কি ভয়াবহ বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে তাহলে আর দেরী না করে ৪৬০টি উপজেলার চেয়ারম্যানের মাধ্যমে ৪৪০০টি ইউনিয়নের ৬৮ হাজার গ্রামে শিক্ষা কার্যক্রম নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এখন থেকেই। বহু প্রকল্পে দেশী ও বিদেশী মুদ্রা ও শ্রম আমরা ব্যয় করেছি। লিটারারি ড্রাইভ ক্যাম্পেইন করে মানুষের মনের অন্ধকার দূর করার জন্য বাস্তব পক্ষে আমরা কোন পদক্ষেপ নেইনি। উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ নিজেদের সামর্থের মাধ্যমেই তা করবেন। বাধ্যতামূলক করা হোক তাদের জন্য এ কাজ। জনসেবার ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়ে আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ হয়েছে অতীতে অনেকেই। তাদের সত্যিকারের সেবার পরীক্ষা হোক শুরু। যারা পাস করতে পারবেন না তারা বাতিল হয়ে যাবেন সমাজ সেবীর তালিকা থেকে। চোখ খুলতে পারলেই মন খুলে যাবে, খুলে যাবে মগজ। দশ কোটি মানুষের দশ কোটি হাত হয়ে উঠবে কর্মীর হাতিয়ার। আর দেরী নয়। আমাদের এ বছরের শপথ হোক আগামী বছরের শেষে আমার কোন মহল্লায় যেন একটিও সুস্থ মস্তিষ্ক— মানুষ অক্ষরজ্ঞানহীন না থাকে।